তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৪৭

**৫২টি ভাষায় ‘মা’ শব্দ খোচিত শহীদ মিনারের উদ্বোধন করলেন পরিকল্পনামন্ত্রী**

সিলেট, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

আজ সিলেটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় লিডিং ইউনিভার্সিটিতে ৫২টি ভাষায় ‘মা’ শব্দ খোচিত শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেছেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান।

এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী বলেন, একটু ভিন্ন আঙ্গিকে নির্মিত হয়েছে এ শহীদ মিনার। বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী ও আঞ্চলিক উচ্চারণে মা শব্দটি স্থাপনের মাধ্যমে সব মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সব মাটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এটি আমাদের মনকে প্রসারিত করার সুযোগ করে দিয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের মায়ের ভাষার যে সংগ্রামের চেতনা, ৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে এ চেতনাই মূল শক্তি ছিল।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও বোর্ড অভ্ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ড. সৈয়দ রাগীব আলীর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ কামরুজ্জামান চৌধুরী, কলা ও আধুনিক ভাষা অনুষদের ডিন প্রফেসর নাসির উদ্দিন আহমেদ, ট্রেজারার বনমালী ভৌমিক, আধুনিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. এম রকিব উদ্দিন, শহীদ মিনারটির স্থপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক স্থপতি রাজন দাস, বোর্ড অভ্ ট্রাস্টিজের সচিব মেজর (অব.) শায়েখুল হক চৌধুরী, রেজিস্ট্রার মেজর (অব.) মোঃ শাহ আলম, প্রক্টর মোঃ রাশেদুল ইসলাম প্রমুখ।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদ/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২২০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৪৬

**খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমেই শিক্ষা পূর্ণতা পায়**

**- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা পূর্ণতা পায় না। এর সঙ্গে প্রয়োজন খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার সমন্বয় ঘটানো। আর এর মাধ্যমেই একজন শিক্ষার্থী পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর নটরডেম কলেজ প্রাঙ্গণে নটরডেম নাট্যদল আয়োজিত ‘10th Notre Dame Carnival: The Rejuvenation 2020’ শীর্ষক নাট্যোৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও সি এসসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন নাট্যজন ড. ইনামুল হক ও সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আজিজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যজন ঝুনা চৌধুরী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নটরডেম নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাতা ও দৈনিক অধিকার এর সম্পাদক মোঃ তাজবীর হোসাইন এবং নাট্যোৎসব পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সায়ন্ত সরকার। স্বাগত বক্তৃতা করেন নটরডেম নাট্যদলের মডারেটর মোঃ আক্তারুজ্জামান।

পরে প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ আর্টিস্ট গ্রুপের আয়োজনে ৫১ জন চিত্রশিল্পীর বাছাইকৃত শিল্পকর্ম নিয়ে মুক্তির দূত-২ শীর্ষক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

#

ফয়সল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৪৫

**সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে**

**-- জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা**, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :**

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, **জ্বালানি** পরিকল্পনা সমন্বিতভাবে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। বিশ্বময় জ্বালানির রূপান্তর (Energy Transition) ও বহুমাত্রিক ব্যবহার চলছে। জ্বালানির মিশ্রণের ভালো বিকল্প আমাদেরকেই স্থির করতে হবে। দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিতে পারলে আগামী প্রজন্মের জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চত হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ পেট্রোবাংলায় “দীঘিপাড়া কয়লা খনির উন্নয়নের সম্ভাবনা যাচাই”-এর খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে হবে। পরিবেশের সাথে কৃষি জমির ব্যবহার হ্রাস না করে কয়লা উত্তোলন লাভজনক হলে, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে তা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি এ সময় বলেন, বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। তিনি নতুন নতুন প্রকল্প নিয়ে বাপেক্সের অনুসন্ধান ও উত্তোলন কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

“ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ডেভেলপমেন্ট অভ্‌ দীঘিপাড়া কোল ফিল্ড অ্যাট দীঘিপাড়া, দিনাজপুর, বাংলাদেশ” প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩১ মে ২০১৭ তারিখে মিবরাগ কন্সালটিং ইন্টারন্যাশনাল জিএমবিএইচ, জার্মানি; ফুগরো জার্মানি ল্যান্ড জিএমবিএইচ এবং আরপিএম গ্লোবাল, অস্ট্রেলিয়া নামক তিনটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত একটি কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে বিসিএমসিএল-এর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী কনসোর্টিয়াম ভৌত কাজের অংশ হিসেবে ২৪ বর্গকিলোমিটার এলাকায় টপোগ্রাফিক সার্ভে, ৬ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৩-ডি সিসমিক সার্ভে, ৬৭টি বোরহোল খনন, ৪টি প্রোডাকশন ওয়েল, ১০টি পিজোমেট্রিক বোরহোল খনন, ২০ টি অবজারভেটোরি বোরহোল খনন, ১২টি প্যাকার টেস্ট, ইআইএ, ইএমপি এবং আরএপি স্টাডি সম্পন্ন করেছে।

উক্ত প্রতিবেদনে কনসোর্টিয়াম দীঘিপাড়া কোল বেসিনে ১২ দশমিক ৮ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৭০৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লার মজুত নিশ্চিত করেছে। এ খনি থেকে মাল্টিস্লাইস লংওয়াল টপ কোল কেভিং উইথ কাট অভ্‌ ওয়াল পদ্ধতিতে বার্ষিক ৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন হিসেবে ৩০ বছরে ৯০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হবে। দীঘিপাড়ায় প্রাপ্ত কয়লা উন্নতমানের। এ কয়লা বিটুমিনাস টু সাব-বিটুমিনাস প্রকৃতির, কয়লার সর্বোচ্চ গ্রস ক্যালোরিফিক ভ্যালু ৭ হাজার ৬৭ কিলোক্যালোরি/কেজি বা ১২ হাজার ২৭১ বিটিইউ/পাউন্ড, গড় গ্রস ক্যালোরিফিক ভ্যালু ৬ হাজার ৬৪৫ কিলোক্যালোরি/কেজি বা ১১ হাজার ৯৬১ বিটিইউ/পাউন্ড, সালফারের পরিমাণ দশমিক ৮৫ শতাংশ, টোটাল ময়েশ্চার ৭ শতাংশ, অ্যাশ ১৪ দশমিক ৬০ শতাংশ, ভোলাটাইল ম্যাটার ২৭ দশমিক ১০ শতাংশ, ফিক্সড কার্বন ৫২ দশমিক ৬০ শতাংশ, এবং ইনহেরেন্ট ময়েশ্চারের পরিমাণ ২ দশমিক ২০ শতাংশ।

পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান এবিএম আবদুল ফাত্তাহ্-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে ফুগরো’র পরিচালক সান্তনু মিত্র বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/মাহমুদ/ইসরাত/মোশারফ/সেলিম*/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা*

তথ্যববিরণী নম্বর : ৬৪৪

**স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২০ ঘোষণা**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ **ফেব্রুয়ারি**) :

সরকার জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ ২০২০ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হচ্ছেন : স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি, মরহুম কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ, মরহুম মুহম্মদ আনোয়ার পাশা ও আজিজুর রহমান; চিকিৎসাবিদ্যায় অধ্যাপক ডা. মোঃ উবায়দুল কবীর চৌধুরী ও অধ্যাপক ডা. এ কে এম এ মুক্তাদির; শিক্ষায় ভারতেশ্বরী হোম্স; সাহিত্যে এস এম রইজ উদ্দিন আহম্মদ (বীর মুক্তিযোদ্ধা) এবং সংস্কৃতিতে কালীপদ দাস ও ফেরদৌসী মজুমদার।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২৫ মার্চ বুধবার সকাল ১০টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ ২০২০ প্রদান করবেন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আজ এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

নাসিমা/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৪১

**পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে সরকার**

হবিগঞ্জ**, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :**

       শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে সরকার। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং ভবিষ্যতের কাজের ঝুঁকি মোকাবিলায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার ২০১৩ সালে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সেখানে সকল অংশীজনের কার্যক্রমকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এর আওতায় মন্ত্রণালয় গত বছর পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি প্রোফাইল তৈরি করেছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আয়োজিত এ  কর্মপরিকল্পনা  চূড়ান্তকরণের আগে Occupational Safety and Heallth (ওএসএইচ) বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছে থেকে মতামত গ্রহণের জন্য আজ হবিগঞ্জের বাহুবলে 'দ্য প্যালেস' রিসোর্ট-এ দিনব্যাপী এক পরামর্শ বিষয়ক কর্মশালায়  শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শ্রমিকদের উন্নত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে রাজশাহীতে আন্তর্জাতিক মানের জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ হয়েছে। এগুলোর ওপর ভিত্তি করে আমরা জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে মন্ত্রণালয় । প্রতিমন্ত্রী বলেন, কর্মস্থলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি অনুশীলনে শ্রমজীবী মানুষ দুর্ঘটনা, আঘাত বা প্রাণহানি থেকে রক্ষা করবে এবং সামগ্রিকভাবে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে।

       দিনব্যাপী এ কর্মশালায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে সংসদ সদস্য বেগম শামছুন্নাহার ভুঁইয়া, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান জি এম হাসিবুল আদম, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব নরেন দাস, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব একেএম শামসুল আরেফিন, আইএলও এর কান্ট্রি ডিরেক্টর তোমো পোতিআইনেন এবং শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক একেএম মিজানুর রহমান বক্তৃতা করেন।

      অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায়। কর্মশালায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনার খসড়া  উপস্থাপন করেন শ্রম মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব এবং আইএলও বাংলাদেশ এর পরামর্শক মোঃ আশরাফ শামীম এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এবং ভবিষ্যতের কাজের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইএলও এর সিনিয়র ওএসএইচ বিষেশজ্ঞ ইউশি কাওয়াকামী।

      আইএলও এর কারিগরি সহযোগিতায় ওএসএইচ নীতিমালা বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন চূড়ান্তকরণের  কর্মশালায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, বিভিন্ন দাতা দেশ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং মালিকশ্রমিক সংগঠনের অর্ধশত প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

#

আকতারুল/ইসরাত/রফিকুল/আব্বাস*/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৪৩

দ্রুততম সময়ে আশুগঞ্জ সার কারখানার সমস্যা সমাধান

- শিল্প প্রতিমন্ত্রী

আশুগঞ্জ, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

আশুগঞ্জ সার কারখানার যান্ত্রিক সমস্যা-সহ অন্যান্য সকল সমস্যা সমাধানে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সার কারখানাটি ইউরোপীয় উন্নত প্রযুক্তিতে নির্মাণ করা হয়েছে। পুরাতন যন্ত্রাংশ পুনঃস্থাপন করা হলে আগামী ১৫ বছর কারখানাটিতে পূর্ণ ক্ষমতায় সার উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার আজ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে আশুগঞ্জ সার কারখানা পরিদর্শন শেষে কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন। বিসিআইসি’র চেয়ারম্যান হাইয়ুল কাইয়ুম, আশুগঞ্জ সার কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ব্যবস্থাপক (অপারেশন্স) বিজয় কুমার সরকার, সিবিএ'র সভাপতি বাবুল মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক কবীর হোসেন, বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুর্নীতির সাথে জড়িত কেউ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোনো অসাধু কর্মকর্তা যাতে দুর্নীতি করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য তিনি সিবিএ নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় আশুগঞ্জ সার কারখানার কর্মকর্তাদের পক্ষ হতে আশুগঞ্জ ২ সার কারখানা নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আশুগঞ্জ সার কারখানায় দ্বিতীয় কোনো কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নেই। সার পরিবহন একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, উত্তরবঙ্গে সারের চাহিদার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সেখানে একটি নতুন সার কারখানা স্থাপন করা হবে। আশুগঞ্জ সার কারখানায় ২টি বাফার গোডাউন নির্মাণ করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিসিআইসি’র চেয়ারম্যান বলেন, অলাভজনক শিল্পকারখানাগুলোকে লাভজনক করতে প্রয়োজনীয় মেরামত ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী দু’বছরের মধ্যে সকল শিল্প লাভজনক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

#

মাসুম/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৪২

স্বাস্থ্য সহকারীদের ধর্মঘট প্রত্যাহার

-স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

বেতন স্কেল, টেকনিক্যাল পদমর্যাদা-সহ চার দাবির প্রেক্ষিতে ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে স্বাস্থ্য সহকারীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য ডাকা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছে স্বাস্থ্য সহকারীদের সংগঠন বাংলাদেশ হেলথ এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ।

আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়ে স্বাস্থ্য সহকারী এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দরা তাদের দাবিগুলো তুলে ধরলে মন্ত্রী এসোসিয়েশনের উত্থাপিত যৌক্তিক দাবিগুলো পূরণের আশ্বাস দেন এবং হেলথ এসোসিয়েশন কর্তৃক তাদের পূর্বঘোষিত ধর্মঘট প্রত্যাহার করার নির্দেশনা দেন। তারা আগামীকাল থেকেই টীকাদান কর্মসূচিতে অংশ নেবার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন এবং পূর্বঘোষিত ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন।

বাংলাদেশ হেলথ এসোসিয়েশনের পক্ষে দাবিগুলো উত্থাপন করেন এসোসিয়েশনের প্রধান সমন্বয়ক মোঃ এনায়েত রাব্বি লিটন।

আগামী জুলাই ২০২০ এর মধ্যে স্বাস্থ্য সহকারীদের জন্য স্পেশাল ডিপ্লোমা কোর্স করা হবে এবং জেলাভিত্তিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য তালিকা করা-সহ এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের অন্যান্য যৌক্তিক দাবিগুলোর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে মন্ত্রী জানান।

মন্ত্রী জাহিদ মালেকের সভাপতিত্বে সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব আসাদুল ইসলাম, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব আলী নূর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, হেলথ এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক রবিউল আলম, জাকারিয়া হোসেন, মোর্শেদুল আলম-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

#

মাইদুল/ইসরাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৪০

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়াই আমাদের লক্ষ্য

- রেলপথ মন্ত্রী

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়াই আমাদের লক্ষ্য। মন্ত্রণালয় সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় দেশ উন্নত দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মন্ত্রী আজ শাহজাহানপুর রেলওয়ে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, একটি উন্নত, আধুনিক দেশ গড়তে সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার দরকার। বর্তমান সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। রেল এক সময় অবহেলিত ছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রেলকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন করেছেন ও বাজেট বরাদ্দ দিচ্ছেন।

কমলাপুর ও শাহজাহানপুর এলাকা নিয়ে মহাপরিকল্পনা রয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, জাইকার অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায় এই এলাকার মাল্টিমডেল অবকাঠামো করা হবে। তখন এলাকার সবকিছু পরিবর্তন হয়ে উন্নত বিশে^র আদলে আবাসন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, কমলাপুর স্টেশন গড়ে তোলা হবে। রেলকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, রেলে অনেক প্রকল্প চলমান আছে, যেমন-ঢাকা-টঙ্গী ৩য়, ৪র্থ লাইন, টঙ্গী-জয়দেবপুর ২য় লাইন, ঢাকা-চট্টগ্রাম পুরা ডাবল লাইন করা হচ্ছে; ঢাকা-কুমিল্লা সরাসরি লাইন নির্মাণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইস্পিড লাইন নির্মাণ, চট্টগ্রাম-কক্সবাজাার নতুন রেললাইন, বঙ্গবন্ধু আলাদা রেলসেতু নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর-সহ অন্যন্য প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন।

রেলপথ মন্ত্রী এ সময় শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ উল্লেখ করে মন্ত্রী তাদের জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে নিজেদের যোগ্য করে গড়ে দেশ গঠনে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বক্তব্য রাখেন। এছাড়া রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ শামসুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) নাসির উদ্দিন আহমেদ-সহ ঊর্ধ্বতন সংশ্লিষ্ট কর্মকতা/কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

শরীফুল/ইসরাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৩৯

**শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে স্কুল পোশাক ও ব্যাগ দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার**

**-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল), ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরনের পাশাপাশি শিক্ষা সহায়ক উপকরণ হিসেবে জুতা, পোশাক ও ব্যাগ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার যা অচিরেই কার্যকর হবে। তিনি বলেন, নিজস্ব বর্ণমালায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীর মাঝে প্রাক-প্রাথমিক এবং ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির পঠন-পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর প্রায় ১ কোটি ৩৭ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, বিদ্যালয়ে শিশুভর্তি শতভাগ ধরে রাখতে, ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় মিড-ডে মিল ও স্কুল ফিডিং কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলায় বাইমহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে জনসচেতনতামূলক মতবিনিময় ও মা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মা সন্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক আর বাসস্থান হলো সন্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাই সন্তানকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার প্রতির মায়ের সচেতনতা সৃষ্টি করাসহ বাসস্থানকে বসবাস উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

তিনি আরো বলেন, গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে গণিত শিক্ষা ভীতিহীন ও আনন্দঘন করে গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া ওয়ান ডে-ওয়ান ওয়ার্ড কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে পারদর্শী করে গড়ে তুলতে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। তিনি স্বচ্ছতার মাধ্যমে শিক্ষকদের নিয়োগের কথা উল্লেখ করে বলেন, অনলাইন পদ্ধতিতে শিক্ষকদের বদলী ও পেনশন প্রাপ্তি সহজীকরণ প্রক্রিয়া চলমান আছে যা অচিরেই কার্যকর হবে।

টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক মোঃ শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য একাব্বর হোসেন।

#

রবীন্দ্র/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০২০/১৬০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৩৮

**আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সারাদেশে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার বিধান রয়েছে। এ দিন ভাষা শহিদদের স্মরণে সারাদেশে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। পতাকা অর্ধনমিত রাখার সময় মনে রাখতে হবে অর্ধনমিত অবস্থায় উত্তোলনের প্রাক্কালে পতাকাটি পুরোপুরি উত্তোলন করে অর্ধনমিত অবস্থানে আনতে হবে এবং নামানোর প্রাক্কালে পতাকাটি শীর্ষে উত্তোলন করে নামাতে হবে।

১৯৭২ সালে প্রণীত (২০১০ সালে সংশোধিত) ‘জাতীয় পতাকা বিধিমালা’য় জাতীয় পতাকা যথাযথভাবে ব্যবহারের বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। এ নির্দেশনা মেনে চলা প্রতিটি নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য।

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪(১) অনুযায়ী ‘প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হচ্ছে সবুজ ক্ষেত্রের ওপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত।’ অন্যদিকে পতাকা বিধিতে বলা হয়েছে, পতাকার রং হবে গাঢ় সবুজ এবং সবুজের ভিতরে একটি লালবৃত্ত থাকবে। জাতীয় পতাকার মাপ হবে 10©x6© দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তাকার ক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ রঙের মাঝে লালবৃত্ত। বৃত্তটি দৈর্ঘ্যরে এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হবে। ভবনের আয়তন অনুযায়ী পতাকা ব্যবহারের তিন ধরনের মাপ হচ্ছে 10©x6©, 5©x3© এবং 2.5©x1.5© ।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১১৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৩৭

**শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচি**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

প্রতিবছরের মতো এবারও ২১শে ফেব্রুয়ারি যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ পালনের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

গত ৫ জানুয়ারি সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদের সভাপতিত্বে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্মসূচিগুলো গৃহীত হয়েছে।

২১শে ফেব্রুয়ারি দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহে সঠিক নিয়মে ও মাপে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। জাতীয় অনুষ্ঠানের সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আজিমপুর কবরস্থানে ফাতেহা পাঠ ও কোরআনখানির আয়োজনসহ দেশের সকল উপাসনালয়ে ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাতের জন্য বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হবে। ইতোমধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকায় কর্মসূচি প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করেছে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা   
এবং দিবসটি পালনে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষে ঢাকা শহরের বিভিন্ন সড়কদ্বীপসমূহ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাজনক স্থানসমূহে বাংলাসহ অন্যান্য ভাষার বর্ণমালা সংবলিত ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করা হচ্ছে। একুশের অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং ভাষা শহিদদের সঠিক নাম উচ্চারণ, শহিদ দিবসের ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা, শহিদ মিনারের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, সুশৃঙ্খলভাবে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ইত্যাদি জনসচেতনতামূলক বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমসমূহ প্রয়োজনীয় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। সংবাদপত্রসমূহে ক্রোড়পত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানের বিষয়টি বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারসহ সংলগ্ন এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় ভ্রাম্যমাণ টয়লেট স্থাপন করা হবে। শহিদ মিনার সংলগ্ন এলাকার আশপাশে ধুলোবালি রোধকল্পে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করা হবে এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হবে। এ ব্যাপারে সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জরুরি চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শহিদ মিনার এলাকায় চিকিৎসা ক্যাম্প স্থাপন করা হবে।

রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানসহ সবাই পূর্বের ঐতিহ্য বজায় রেখে যাতে শহিদ মিনারে উপস্থিত হয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

‘শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উপলক্ষে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীতে ট্রাকের মাধ্যমে রাজপথে ভ্রাম্যমাণ সংগীতানুষ্ঠান এবং নৌযানের সাহায্যে ঢাকা শহর সংলগ্ন নৌপথে সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজনসহ জেলা-উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ইতোমধ্যে তিন ধরনের পোস্টার মুদ্রণ করছে। বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, আরকাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, তিন পাবর্ত্য জেলার, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গ্রন্থমেলা, আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে।

#

ফয়সল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১১৪০ ঘন্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 636

**Prime Minister’s message on the Shaheed Day**

**and the International Mother Language Day**

Dhaka, 20 February :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of International Mother Language Day :

"I would like to greet the Bangla-speaking people and people of all languages and cultures across the world on the occasion of the glorious Martyrs and International Mother Language Day.

The great Ekushey is the symbol of grief, strength and glory in the life of every Bangalee. On this day in 1952, many valiant sons of the soil, including Salam, Barkat, Rafiq, Jabbar, Shafique and sacrificed their lives for protecting the dignity of the mother tongue.

I pay my deep homage to the memories of the martyrs, I also pay my deep respect to the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who had led the language movement and all other language veterans.

In 1948, State Language Movement Council was constituted comprising Tamuddin Majilish, Student League and other student bodies as per a proposal of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The council called a general strike on 11 March to realize the demand for reconising Bangla as the state language. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman along with a number of student leaders was arrested on the day from in front of the Secretariat. They were released on 15 March. Bangabandhu chaired a public meeting at Amtola in the Dhaka University campus on 16 March.

The movement for the demand of mother tongue spread all over the country. On 11 September 1948, Bangabandhu Sheikh Mujibur was arrested from Faridpur. He was released on 21 January 1949. He was again detained on 19 April and released at the end of July. On 14 October, Bangabandhu was again arrested from Dhaka and confined to jail. His undaunted inspiration from inside the jail provided new impetus to the people’s movement. In continuation of the movement, the language martyrs sacrificed their precious lives on 21 February 1952 while breaking Section 144 imposed by the rules.

Contd/2

-2-

The resonance of the pride of Amar Ekushey is now resounded in the hearts of the people of the world surpassing the boundary of Bangladesh. Some expatriate Bangladeshis living in Canada including Salam and Rafiq took initiative for recognition to the 21 February as the International Mother Language Day.

The then Awami League government placed the demand to the United Nations. Therefore, the UNESCO gave the recongnition to the 21 February as the International Mother Language Day on 17 November 1999. The International Mother Language Day is now a source of inspiration to all people of the world in establishing the truth and justice.

We have already placed the demand before United Nations to make Bangla, spoken by over 26 crore people of the world, as one of the official languages of the UN. We established ‘International Mother Language Institute’ in Dhaka to preserve the languages of the world and carry out research on those.

Holding the spirit of Ekushey and war of liberation, our government achieved huge progress in every sector including macro economy, agriculture, education, health, communication, information technology, infrastructure, power, rural economic development, diplomatic success and cooperation during the last 11 years. Bangladesh in now a ‘Role Model’ for development in the world.

Through the implementation of Vision 2021 and 2041, and Delta Plan-2100, we have been working to build a hunger-poverty-free and happy-prosperous Golden Bangladesh as dreamt by the Father of the Nation. Let us be firmly committed in the spirit of the great Ekushey, we will unitedly build the Golden Bangladesh of the Father of the Nation.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Shakhawat/Anasuya/Zulfikar/Asma/2020/1130 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৩৫

**শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষা ও সংস্কৃতির জনগণকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে শোক, শক্তি ও গৌরবের প্রতীক। ১৯৫২ সালের এ দিনে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিকসহ আরো অনেকে।

এ দিনে আমি ভাষা শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাই বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সকল ভাষা সৈনিকের প্রতি।

১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১১ মার্চ ১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডাকে। এদিন সচিবালয়ের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেক ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন। ১৫ মার্চ তাঁরা মুক্তি পান। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু।

মাতৃভাষার দাবিতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান। ১৪ অক্টোবর ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে আবারও গ্রেফতার করা হয়। কারাগার থেকেই তাঁর দিকনির্দেশনায় আন্দোলন বেগবান হয়। সেই দুর্বার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর জারি করা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন ভাষা শহিদরা।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারির সেই রক্তস্নান গৌরবের সুর বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রাণে অনুরণিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার এ বিষয়ে জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। যার ফলে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আজ সারাবিশ্বের সকল নাগরিকের সত্য ও ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণার উৎস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

চলমান পাতা/২

-২-

বিশ্বের ২৬ কোটিরও বেশি মানুষের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য আমরা ইতোমধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাবি উত্থাপন করেছি। আমরা বিশ্বের সকল ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা ও ভাষা সংরক্ষণের জন্য ঢাকায়, ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠা করেছি।

একুশের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করে গত ১১ বছরে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, কূটনৈতিক সাফল্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ প্রতিটি সেক্টরে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের ‘রোল মডেল’।

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছি। আসুন, দৃঢ় সংকল্পে আবদ্ধ হই-মহান একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাখাওয়াত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/*আসমা/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা*

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 634

**President's message on the Shaheed Day**

**and the International Mother Language Day**

Dhaka, 20 February:

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the ‘Shaheed Day (Language Martyrs Day) and the International Mother Language Day:

"On the occasion of great ‘Shaheed Day (Language Martyrs Day) and the International Mother Language Day’ 2020, I extend my warm congratulations and sincere felicitations to all multilingual people of the world along with Bangla-speaking people. It is a unique celebration in protecting mother tongue as well as own culture and heritage.

The great Language Movement is a memorable event in our national history. Today, I pay my deep homage to the language martyrs namely Salam, Barkat, Rafiq, Jabbar, Shafiur and so many unknown and unsung language heroes who laid down their lives for the cause of mother tongue Bangla. I also remember with profound respect, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who led Sarbodolio Rashtrobhasa Sangram Parishad (All Partyu State Language Action Committee), formed in 1948 and was arrested for his active role in the language movement. I recall Dhirendranath Dutt, the then Member of Gonoparishad (Constituent Assembly) who raised the proposal before the Gonoparishad to turn Bangla into the state language. I also remember language heroes for their bravery, farsightedness, unmatched velour, organizing capability and taking instantaneous steps in this regard that facilitated the Language Movement to reach its ultimate culmination of February 21, 1952, and consequently, the Bangalee achieved their right to the mother tongue.

The aim of the language movement was to establish the right of our mother tongue as well as to protect self-entity, cultural distinction and heritage. Being a source of ceaseless inspiration, Amar Ekushey (Immortal Shaheed Day) inspired and encouraged us to a great extent to achieve the right to self-determination and struggle for freedom and war of liberation. With the bloodshed passages of Language Movement in February, we achieved the recognition of Bangla as our mother tongue and consequently, we attained our long-cherished independence under the charismatic leadership of the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in 1971.

Language and culture are invaluable assets of human races. On the one hand, it encompasses the eternity of time, and on the other hand, it keeps flowing the diverse lifestyle of human civilization from generation to generation. Every day some languages of the world are becoming extinct due to multifarious causes including poverty, imperialism, commercialism, propagation of religion, immigration, motivated financial and human assistances, lack of proper exercise of languages, declining of birth rate of some races and nation, degradation of the environment and satellite culture etc. The extinct of language means to disappear of culture, nation and civilization on the earth. The people of the world will have to raise their voice for the preservation of defunct language along with flourishing respective mother tongue and culture.

Contd/2

-2-

In fact, to embrace martyrdom for the cause of mother tongue is a rare incident in world history. February 21 has now been recognized by the UNESCO as the ‘International Mother Language Day’ in 1999 with the spontaneous willingness and sincere endeavour of Hon’ble Prime Ministe Sheikh Hasina along with the primary efforts of some Bangla-loving expatriate Bangladeshis. As a nation, it is our great achievement. International Mother Language Institute, an institute for the research and preservation of the flourishing and nearly extinct languages of the world, has been established in Dhaka in 2001. Besides, textbooks and teaching methods have also been introduced for the tribes minor races, ethnic sects and communities in our country with a view to protecting and developing their own languages and culture. Observing the International Mother Language Day, I firmly believe, will play a positive role in attaining the sustainable future through multilingual education.

The spirit of Amar Ekushey in now the incessant source of inspiration for the protection of own languages and culture of people around the world, Imbued with the spirit of Amar Ekushey, let the bond of friendship among multilingual people be strengthened, world’s almost defunct languages be revived and the globe be diversified in respective societies- it is my expectation on Shaheed Day and International Mother Language Day.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/Anasuya/Zulfikar/Rezzakul/Shamim/2020/10.14 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৬৩৩

**শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২১ ফেব্রুয়ারি ‘শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ ২০২০ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“মহান ‘শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ ২০২০ উপলক্ষে আমি বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ ও জাতিগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মাতৃভাষা ও নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণে এ দিবসটি উদ্‌যাপন এক অনন্য উদ্যোগ।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী ভাষা শহিদ রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা শহিদদের। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’-এর নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন। স্মরণ করি তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে যিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলে ধরেন। আমি স্মরণ করি সকল ভাষা সংগ্রামীকে, যাঁদের দূরদৃষ্টি, অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি পায় মাতৃভাষার অধিকার।

ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। অমর একুশের অবিনাশী চেতনা-ই আমাদের যুগিয়েছে স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। ফেব্রুয়ারির রক্তঝরা পথ বেয়েই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং এরই ধারাবাহিকতায় আসে বাঙালির চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ভাষা ও সংস্কৃতি মানবজাতির অমূল্য সম্পদ। এটি মহাকালকে যেমন ধারণ করে, তেমনি মানব ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় জীবনধারাকে প্রবাহমান রাখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। দারিদ্র্য, সাম্রাজ্যবাদ, বাণিজ্যবাদ, ধর্মপ্রচার, অভিবাসন, উদ্দেশ্যমূলক আর্থিক ও মানবিক সহযোগিতা, ভাষার উপযুক্ত চর্চার অভাব, জনসংখ্যা হ্রাস, পরিবেশের অবক্ষয়, আকাশ সংস্কৃতিসহ নানা কারণে পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো ভাষার বিলুপ্তি ঘটছে। ভাষার বিলুপ্তি মানে এক একটা সংস্কৃতির বিলোপ, জাতিসত্তার বিলোপ, সভ্যতার অপমৃত্যু। মাতৃভাষা ও নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশসহ সকল জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় বিশ্ববাসীকে সোচ্চার হতে হবে।

মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ বিশ্বে বিরল ঘটনা। ১৯৯৯ সালে কয়েকজন মাতৃভাষাপ্রেমী প্রবাসী বাঙালির প্রাথমিক উদ্যোগ এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ ছিল বাঙালি হিসেবে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। বিশ্বের বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ২০০১ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া দেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে তাদের নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিজস্ব মাতৃভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বহুভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস   
উদ্‌যাপন ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস। এ চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী মানুষের সাথে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হোক, লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো আপন মহিমায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে উজ্জীবিত হোক, গড়ে উঠুক নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য বিশ্ব-মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১০.০৯ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না